পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অর্থ বছর: ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪

বেলকুচি উপজেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪

বেলকুচি উপজেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ

মুখবন্ধ

মোঃ নুরুল ইসলাম সাজেদুল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জন প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছেন । নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ এগিয়ে চলছে। এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

উপজেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদ সমূহের একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্য ভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান সহজ হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগও সম্ভবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকান্ডে পারদর্শী জাতিগঠনমূলক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বৃন্দ। জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবিদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগনের আকাঙ্খার সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ। উপজেলা পরিষদের " পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) " বেলকুচি উপজেলার জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মাইলফলক হতে পারে।

এমন একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করার ইউজিডিপি প্রকল্প কে আন্তরিক কতৃজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশে যারা সার্বিক সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের কাছে কতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ নুরুল ইসলাম সাজেদুল)

সম্পাদকীয়

মোঃ আনিসুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ

দেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ অন্যতম ও বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের বিষয়ে উল্লেখ আছে। এছাড়াও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এরধারা ২৩ অনুসারে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্ণ দায়িত্ব উপজেলা পরিষদ কে অর্পন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাইকার অর্থায়নে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী করতে বেলকুচি উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার ও সম্পদের প্রাপ্যতার বিষয় সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল অংশীজনের যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা, এনজিও, বেসরকারি খাত এবং উপজেলার নাগরিকদের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ প্রতিফলিত হয়েছে। আমি আশা করি, প্রণীত পরিকল্পনা মাফিক উপজেলা পরিষদের কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হলে বেলকুচি উপজেলাবাসী এর সুবিধা পাবে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, অবকাঠামো ও তথ্য প্রযুক্তিতে কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হবে।

বেলকুচি উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়নে পরিকল্পণা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি), অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয়সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি, হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের (টিএলডি) কর্মকর্তাসহ উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের যে সকল কর্মচারী শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ আনিসুর রহমান)

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসক
সিরাজগঞ্জ।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জনঅংশগ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন এই প্রত্যয় ৩টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যয় ৩ টি যখন এক সূত্রে একটি চক্র হিসেবে কাজ করে তখন উন্নয়ন হয় টেকসই। মনে রাখতে হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। যার একপাশে অবস্থান করে জনঅংশগ্রহণ এবং অন্য পাশে বাস্তবায়ন। আবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহণ যা নিশ্চিত করা গেলে আমাদের প্রত্যাশার সন্তোষজনক সমাপ্তি সম্ভব।

বেলকুচি উপজেলা পরিষদ ২০১৯-২৪ অর্থ বছরের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। চলমান বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও উপজেলা পরিষদের এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার। আমি আশা করি প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নও জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) আওতায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অত্র উপজেলার জন্য একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) কারিগরি সহায়তায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২৪) বই প্রণয়নে বেলকুচি উপজেলা পরিষদ এবং প্রশাসনের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(ড. ফারন্নক আহাম্মদ)

বাণী

মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
উপপরিচালক (উপসচিব)
স্থানীয় সরকার
সিরাজগঞ্জ।

স্থানীয় জনগণই জানে তাদের সমস্যা কি এবং কিভাবে তার সমাধান করা যাবে। তাই প্রয়োজন তাদের একত্রিত করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের সুযোগ করে দেয়া। জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন

পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং সমন্বিত মনিটরিং ব্যবস্থা এই প্রজেক্টটির অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইতোমধ্যে এই প্রজেক্টের সুফল দেশের বিভিন্ন উপজেলাবাসী পেতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশের সকল বিভাগের মধ্যে ৪৭৫ টি উপজেলায় প্রকল্প হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে বেলকুচি উপজেলাকে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বেলকুচি উপজেলা শুধুমাত্র সিরাজগঞ্জ জেলার মধ্যেই নয়, বরং বাংলাদেশের মধ্যে একটি অন্যতম বৃহৎ এবং সম্ভাবনাময় উপজেলা। উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর মাধ্যমে বেলকুচি উপজেলা তার সম্ভাবনাকে প্রত্যাশার উচ্চ শিখরে নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বেলকুচি উপজেলা পরিষদ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যাতে উপজেলার প্রতিটি সমস্যা এবং সম্ভাবনা সুক্ষ্মভাবে বিবেচিত হয়েছে। উন্নয়নের নির্দেশকগুলো অর্জনের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টার সমাবেশ যেমন এতে রয়েছে, তেমনি উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এরূপ সমস্যার সমাধানের উপায়ও এতে স্থান পেয়েছে। এ ধরনের একটি সুচিন্তিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বই প্রকাশে যারা নিরলস ভাবে কাজ করেছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন)

❖ উপদেষ্টা

আব্দুল মমিন মন্ডল
মাননীয় সংসদ সদস্য
সিরাজগঞ্জ-৫

❖ সম্পাদনায়

মো: নুরুল ইসলাম সাজেদুল
উপজেলা চেয়ারম্যান
বেলকুচি উপজেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ

মো: আনিসুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বেলকুচি উপজেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ

❖ সহযোগিতায়

মো: ইউসুফ আলী শেখ
উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান
বেলকুচি উপজেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ

মোছা: রত্না বেগম
উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
বেলকুচি উপজেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ

❖ কারিগরি সহযোগিতায়

মো ঃ মোরশেদ শিকদার
উপজেলা উন্নয়ন সহায়ক (ইউডিএফ)
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)

❖ সার্বিক সহযোগিতায়

টেকনিক্যাল গ্রুপ অফ প্ল্যানিং (টিজিপি)

❖ প্রকাশনা, পরিকল্পনা ও গ্রন্থনায়

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
প্রকল্প বাছাই কমিটি

❖ প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১৯

সূচিপত্র

ক্র:নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাণী ও সম্পাদকীয়	
২	উপজেলার মানচিত্র	
৩	ভূমিকা ও উপজেলার পটভূমি	
৪	উপজেলা পরিষদের অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ	
৫	জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত	

৬	বাজেট সার সংক্ষেপ	
৭	খাত ভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণ পূর্বক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	
৮	বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ণ)	
৯	রূপকল্প বিবরণী এবং খাত ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট	
১০	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	
১১	পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	

বেলকুচি উপজেলার মানচিত্র

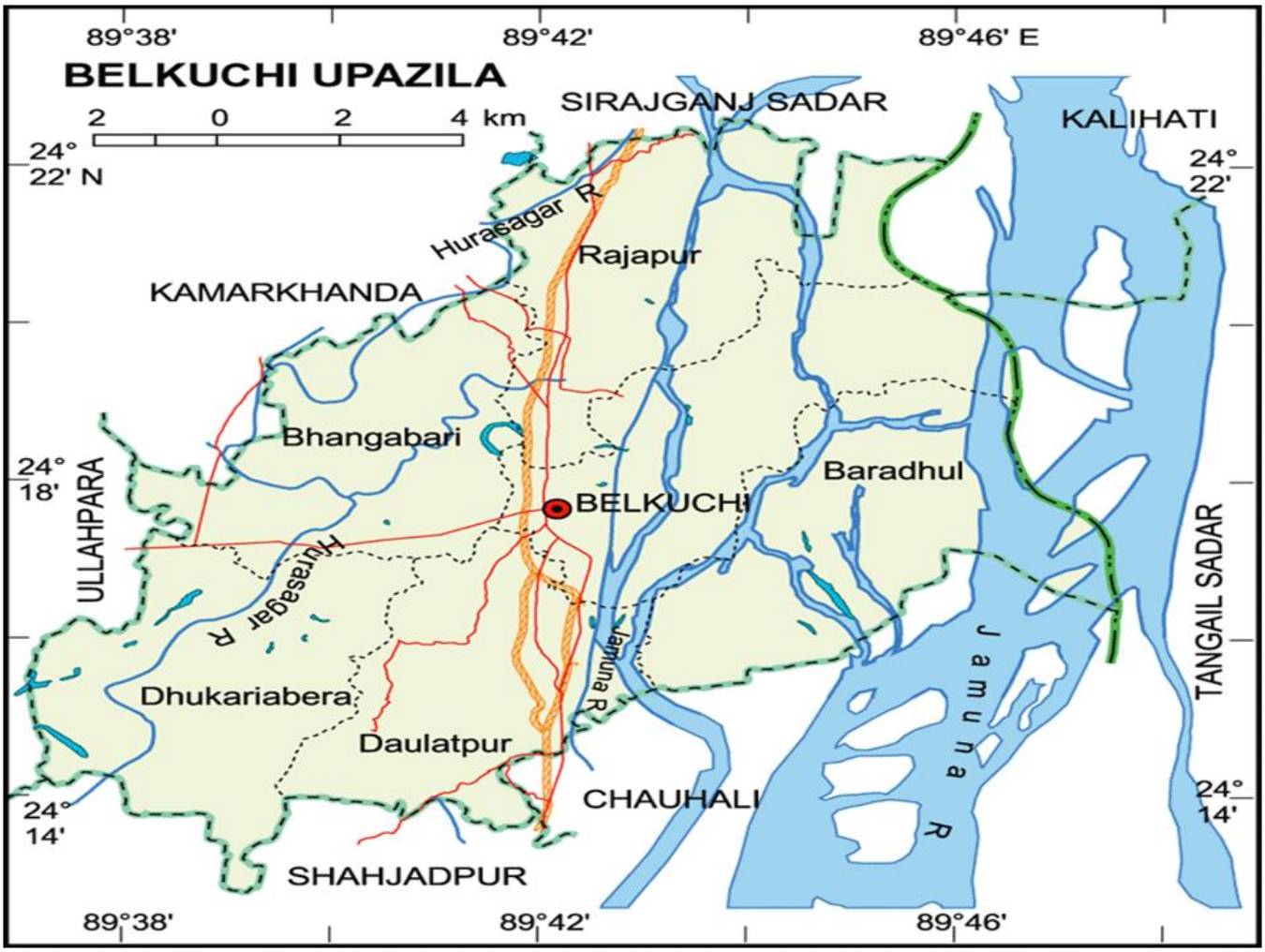

ভূমিকা ও উপজেলার পটভূমি

ভূমিকা

সাধারণভাবে পরিকল্পনা বলতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মপদ্ধতিকে বুঝায়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনা, বার্ষিক পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এ কারনেই উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলাসমূহের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মূলত পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য করা হয়। কোন দায়িত্বগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারণ করার সুবিধার্থে এটা করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্যে কোন কাজ কোন সময়ে করা হবে বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে তা সুনির্দিষ্ট করে দিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্দ্ধমূখী পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রত্যাশিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বেলকুচি উপজেলার খাতভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

উপজেলার পটভূমি

১৭৮৭ সালে সিরাজ আলী চৌধুরী বড়বাজু পরগনার সাত আনা ক্রয় করে জমিদারী পত্তন করেন। বেলকুচি ছিল সেই সিরাগঞ্জ জমিদারির রাজধানী। যমুনার করালগ্রাসে কয়েকবার জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আইয়ুব খানের আমলে ১৯৭৯ সালে থানা সার্কেল অফিসার এবং স্বাস্থ্য অফিসারের পদ সৃষ্টি হয়। মূলতঃ ১৯২১ সালে শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, সিরাগঞ্জ থানা সমূহ হতে ১০৮ টি মৌজা নিয়ে বেলকুচি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে বেলকুচি মৌজায় এর কার্যালয় স্থাপিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় এই থানাকে ১৯৮৩ সালে বেলকুচি মান উন্নীত থানা হিসাবে উদ্ধোধন করা হয়। পরে এটি উপজেলা হিসাবে মর্যাদা পায়। বর্তমানে বেলকুচি উপজেলা একটি পৌরসভা, ৬টি ইউনিয়ন, ১০৯টি মৌজা এবং ১৫১টি গ্রাম নিয়ে গঠিত।

উপজেলার পরিচিতি ও ঐতিহ্য

ভৌগোলিক পরিচিতি

সিরাজগঞ্জ জেলা সদর হতে ২২ কিঃ মিঃ এবং কড্ডার মোর হতে ১০ কিমি দূরত্বে দক্ষিণ দিকে উপজেলার অবস্থান। বেলকুচি উপজেলাটি ২৪'১৩' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪'২২' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯'৩৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯'৪৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পযর্ন্ত বিস্তৃত। মূলতঃ যমুনা বাহিত পলল দ্বারা এ ভূমি গঠিত। এই উপজেলার দক্ষিণে শাহজাদপুর ও চৌহালীর এনায়েতপুর, দক্ষিণ-পূর্বে যমুনা নদী পার হয়ে টাংগাইল সদর ও কালিহাতী, পশ্চিমে কামারখন্দ ও উল্লাপাড়া উপজেলা এবং উত্তরে সিরাজগঞ্জ সদর ও বঙ্গবন্ধু সেতু।

তাঁত শিল্পঃ

তাঁতের লুঙ্গি বেলকুচি উপজেলার অন্যতম ঐতিহ্য। অত্র উপজেলার হতে সারা দেশে লুঙ্গি সরবরাহ করা হয়। প্রতি সোমবার সারাদেশ হতে শত শত পাইকার সোহাগপুর হাটে অবস্থান নেয়। তাতেঁর মালিকগণ তাদের তৈরী লুঙ্গি হাটে নিয়ে আসেন। সত্যি এক অন্যরকম দৃশ্য।

কবি রজনি কান্ত্ম সেনের বাড়ি

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
কুঁড়ে ঘরে থাকি কর শিল্পের বড়াই!

বাংলা সাহিত্যের কান্ত কবি খ্যাত কবি রজনি কান্ত সেনের বাড়ি বেলকুচি উপজেলার ভাংগাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী যেকোন বাসে চড়ে সিরাজগঞ্জের কড্ডার মোড় বাস স্ট্যান্ডে নামতে হবে অথবা রেলযোগে ঢাকার যেকোন স্টেশন হতে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী রেলওয়ে স্টেশনে নামতে হবে। উক্ত বাস স্ট্যান্ড/রেলস্টেশন হতে বাস/সিএনজি যোগে বেলকুচি উপজেলার চালা বাসস্ট্যান্ডে নেমে রিক্সা/ভ্যানগাড়ী/সিএনজি যোগে প্রায় ১.৫ (দেড়) কিলোমিটার দূরের সেন ভাংগাবাড়ী বাজার নামতে হবে। বাজার হতে মাত্র ২ মিনিটের পথ কাঠের ব্রিজ পার হয়েই কবি রজনী কান্ত সেনের বসতবাড়ী পাওয়া যাবে।

বঙ্গবন্ধু স্কয়ার

বঙ্গবন্ধু স্কয়ার টি বর্তমান সরকারের একটি নতুন সংযোজন। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান সোহগপুর হাটের একেবারে মুখেই এর অবস্থান। দেখতে অত্যন্ত চমৎকার বঙ্গবন্ধু স্কয়ার। বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্মৃতিফলক সম্বলিত স্কয়ারটি ২০১২ সালে নির্মিত হয়। কড্ডার মোড় হতে ১৫ কিমি. দক্ষিণে মুকুন্দগাতী বাজার। বাজারের প্রায় ২০০ গজ দক্ষিণে সোহাগপুর হাটের মুখেই বঙ্গবন্ধু স্কয়ার অবস্থিত। কড্ডা হতে বাস ও সিএনজি যোগে যাতায়াত করা যায়।

আল-আমান বাহেলা খাতুন জামে মসজিদ

দৃষ্টিনন্দন নির্মাণশৈলী দ্বারা নির্মিত আল-আমান বাহেলা খাতুন জামে মসজিদ। এটি সিরাজগঞ্জ-এনায়েতপুর সড়কের বেলকুচি পৌরসদরে অবস্থিত। শিল্পপতি মোহাম্মদ আলী সরকার নিজস্ব অর্থায়নে ৩০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করে বেলকুচি পৌরভবনসংলগ্ন দক্ষিণে আড়াই বিঘা জমির ওপর তার ছেলে আল-আমান ও মা বাহেলা খাতুনের নামে ('আল-আমান বাহেলা খাতুন জামে মসজিদ') নয়নাভিরাম এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি নির্মাণে সময় লেগেছে চার বছর। শুরু থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪৫ শ্রমিক কাজ করেছেন। এ মসজিদে ছাই রঙের বিশালাকৃতির মনোরম একটি গম্বুজ রয়েছে। এ ছাড়া মেঝেতে সাদা রঙের ঝকঝকে-তকতকে টাইলস এবং পিলারগুলো মার্বেল পাথর জড়ানো রয়েছে।

তৃতীয় তলায় গম্বুজের সঙ্গে লাগানো ছাড়াও অন্যান্য স্থানে চায়না থেকে আনা বেশ কয়েকটি আলো ঝলমল ঝাড়বাতি লাগানো হয়েছে। দুই পাশে নির্মাণাধীন ১১ তলা সমতুল্য (১১০ ফিট) উচ্চতার মিনার থেকে আজানের ধ্বনি জমিনে ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ দূর থেকেই মসজিদের গম্বুজ ও নির্মাণাধীন মিনার দুটি নজর কাড়ে। মসজিদের চারপাশে সাদা রঙের পিলার, সুউচ্চ জানালা, সাদাটে রঙের টাইলস। মসজিদচত্বরে পরিকল্পিতভাবে লাগানো সবুজ ঘাস। চার পাশে রঙবেরঙের লাইটিংয়ে রাতেরবেলা এক অন্যরকম আবহের সৃষ্টি হয়। সব মিলিয়ে বেশ শান্ত পরিবেশ। এ কারণে সামনের সদা ব্যস্ত সড়কের কোলাহল যেন স্পর্শ করে না মসজিদটিকে। এই মসজিদটি নির্মাণের পর এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিসহ সব ধর্মের মানুষ এখানে এসে তাদের দৃষ্টি জুড়িয়ে নেন। এ ছাড়া এখানে একসঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন।

নদ-নদী

নদী ঘেরা এ বাংলাদেশে বেলকুচি উপজেলা ব্যতিক্রম নয়। এ উপজেলার মধ্য দিয়ে ২টি বড় নদী বহমান। এদের একটি যমুনা, যার খ্যাতি বিশ্বজুড়ে এবং অন্যটি হুড়াসাগর নদী। বেলকুচি উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন সরাসরি যমুনা নদীর সাথে সম্পৃক্ত। রাজাপুর, বেলকুচি সদর এবং বড়ধুল ইউনিয়ন তিনটি সরাসরি যমুনার ভাঙ্গন কবলিত ইউনিয়ন। এদিক দিয়ে হুড়াসাগর নদীতে পূর্বের সেই স্রোত দেখা যায় না। তাই হুড়াসাগর এর প্রবাহে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় না।

ভাষা ও সংস্কৃতি

বেলকুচি উপজেলার মানুষ বাংলা ভাষী। এ অঞ্চলে জারী, সারি, ভাটিয়ালী, কীর্তন, ধোয়া গান সহ নানা গ্রামীণ সংস্কৃতি পালন করে থাকে। ঈদ, পূজা, বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসবে মেতে উঠে।

বেলকুচি উপজেলার ইউনিয়নসমূহ

বেলকুচি উপজেলায় মোট ৬ টি ইউনিয়ন রয়েছে।

১	বেলকুচি সদর ইউনিয়ন পরিষদ
২	রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
৩	ভাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
৪	দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদ
৫	ধুকুরিয়াবেড়া ইউনিয়ন পরিষদ
৬	বড়ধুল ইউনিয়ন পরিষদ

জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

৬ টিইউনিয়ন এবং ১ টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত বেলকুচি উপজেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে (২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী) ২২২১ জন। আয়তনের দিক থেকে এটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্যতম বৃহৎ একটি উপজেলা। উপজেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী/ গণ অবকাঠামো (যেমনঃ হাট বাজার, হাসপাতাল, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয়) এর উপস্থিতি বিভিন্ন সরকারী সেবা জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বিষয়	পরিমাণ/ সংখ্যা	উৎস/ বছর
উপজেলার রূপরেখা		
আয়তন	১৬৪.৩১ বর্গ কিলোমিটার	(উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)
জনসংখ্যা	৩,৫২,৮৩৫ জন (প্রায়)	আদম শুমারি ২০১১ (উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)
খানা/পরিবার	৭৪,৪৫০ টি	উপজেলা পরিষদ
প্রতিবন্দি জনসংখ্যা		
ভোটার সংখ্যা	১,৯৬,২৩৯ জন	
জনসংখ্যার ঘনত্ব	২২২১ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	আদম শুমারি ২০১১ (উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)
পৌরসভার সংখ্যা	১ টি	উপজেলা পরিষদ
ইউনিয়নের সংখ্যা	৬ টি	উপজেলা পরিষদ
গ্রামের সংখ্যা	১৩১ টি	উপজেলা পরিষদ
হাট-বাজার		উপজেলা পরিষদ
প্রজনন কেন্দ্র/ গ্রোথ সেন্টার		উপজেলা পরিষদ
হাসপাতাল		উপজেলা পরিষদ
উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিক	৩৭ টি	উপজেলা পরিষদ
ব্যাংকের শাখা	১৫ টি	উপজেলা পরিষদ
ডাকঘর		উপজেলা পরিষদ
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮২ টি	উপজেলা পরিষদ
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭ টি	উপজেলা পরিষদ
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ	৮ টি	উপজেলা পরিষদ
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		উপজেলা পরিষদ
গণ শৌচাগার		উপজেলা পরিষদ
মসজিদ	৫০১ টি	উপজেলা পরিষদ
মন্দির	৩৫ টি	উপজেলা পরিষদ
কবরস্থান		উপজেলা পরিষদ

নৌকার ঘাট		উপজেলা পরিষদ	
পোস্ট অফিস	১৮ টি	উপজেলা পরিষদ	
পাঠাগার		উপজেলা পরিষদ	
পার্ক/ উন্মুক্ত স্থান		উপজেলা পরিষদ	
পুকুরের সংখ্যা		উপজেলা পরিষদ	
নদীর সংখ্যা	৩ টি	উপজেলা পরিষদ	
এসডিজি'র গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ এবং টার্গেটসমূহ	**জাতীয় পর্যায়ে বেসলাইন তথ্য (বছর)**	**উপজেলার সর্বশেষ তথ্য (বছর)**	**২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা**
১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি- ১, টার্গেট ১.২)	২৪.৩% (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)		৯.৭%
২.২.২ পাঁচ (৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (%) (এসডিজি ২, টার্গেট ২.২)	১৪.৩% (BDHS, ২০১৫)		<৫%
৩.১.১ মাত মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ শিশুর জন্য) (এসডিজি ৩, টার্গেট ৩.১)	১৮১ (SVRS, ২০১৫)		৭০
৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার (সরকারি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সের সময়) (%) (এসডিজি ৪, টার্গেট ৪.২)	৩৯% (SPSC, ২০১৫)		১০০%
৫.৫.১ স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধির পরিমাণ (%) (এসডিজি ৫, টার্গেট ৫.৫)	২৩% (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬)		৩৩%
৬.১.১ নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৬, টার্গেট ৬.১)	৪২.৬%, (MICS, ২০১৯)		১০০%
৭.১.১ বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৭, টার্গেট ৭.১)	৭৮% (SVRS, ২০১৮)		১০০%
৮.৬.১ ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকের পরিমাণ (%) (এসডিজি ৮, টার্গেট ৮.৬)	২৮.৮৮% (QLFS, ২০১৫-১৬)		৩%
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত	2G- ৯৯% 3G- ৭১%		2G, 3G- ১০০%, 4G চালু হয়েছে ২০১৮ সালে
ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার			
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারী পরিবার (%)			

খাত ভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণ পূর্বক পরিস্থিতি বিশেস্নষণ

উপজেলার পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করার অংশ হিসেবে প্রথমেই উপজেলায় বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সকল হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর থেকে বিভিন্ন সমস্যা, সেই সমস্যাগুলো নিরসনে ইতিমধ্যে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং একই সাথে আরো কি ধরনের উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে উপজেলার জনগণকে এই সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণ করা যেতে পারে তার একটি চিত্র দেখা যায়। বেলকুচি উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সকল হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তরেই সমস্যা বিদ্যমান যার মধ্যে যোগাযোগ এবং ভৌত খাতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা বিদ্যমান, এর পরেই রয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়নখাত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য, এবং কৃষি ক্ষেত্রে মানুষ বেশী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর, উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় এই সকল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করাহয়। সকল অংশীজন (উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগন, সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগন) এর সম্মিলিত আলোচনায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উল্লিখিত সমস্যা গুলো নিরসনের জন্য একটি সামগ্রিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এই সভায় Need based assessment বা **'চাহিদা ভিত্তিক মূল্যায়ন'** এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সকল খাত থেকে ৫টি খাতকে আগ্রাধিকার ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। যে সকল সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর এর সমস্যার নিরসন করতে পারে তা এই লক্ষ্য নির্ধারনের সময় আবশ্যিক ভাবে খেয়াল রাখা হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) এর লক্ষ্য হিসেবে যোগাযোগ এবং ভৌত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি খাতগুলোকে নির্বাচিত করা হয়। মূলতঃ এই খাতগুলোর সমস্যা নিরসন করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ১৭ টি হস্তান্তরিত বিভাগের সমস্যাই ক্রমান্বয় হ্রাস পাবে।

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
কৃষি	জমির উর্বরতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।	সমগ্র বেলকুচি উপজেলা	৭৬৬৭ হেঃ জমি	নিবিড় শস্য চাষ ও অসম মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং জৈব সারের অপ্রতুল প্রয়োগ।	উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় স্বল্প পরিসরে সুবিধাভোগী কৃষকদের দ্বারা জৈব সার উৎপাদন ও জমিতে প্রয়োগ কার্যক্রম চলমান।	সমস্য কিছুটা হ্রাস পাবে।(৪০০০ হেঃ)	-উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জৈব কৃষির উপর কৃষক প্রশিক্ষণ ও জৈব সার তৈরির উপকরণ বিতরণ এর জন্য এডিবি ফান্ড হতে ৫ লক্ষ টাকা এ খাতে বরাদ্দ করা যেতে পারে । - ৫০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান - ৫০০ টি আদর্শ প্লট
	কৃষি জমির জলাবদ্ধতা বৃদ্ধির কারনে পতিত জমি হার বেড়ে যাচ্ছে।	বড়ধুল, বেলকুচি, রান্ধুনিবাড়ী, সমেশপুর, তেয়াশিয়া, দৌলতপুর, খামার উল্লাপাড়া, ভাঙ্গাবাড়ি, আদাচাকি।	১০০ হেঃ জমি	কৃষি জমি উপেক্ষা করে অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ ও কালভার্ট এবং পুল এর জল নিষ্কাশন পয়েন্টে বাধা	স্থানীয় কৃষকদের এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ	কালভার্ট এবং পুল এর জল নিষ্কাশন পয়েন্টে বাধা দূর করা	-উপজেলা পরিষদের প্রতি বছরে এডিবি ফান্ড হতে ১০ লক্ষ টাকা এ খাতে বরাদ্দ করা যেতে পারে । -খাল খনন/আরসিসি ড্রেন নির্মাণ -ব্রীজ/কালভাট তৈরী
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	অনলাইন ক্লাস ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করার কারনে শিক্ষার্থিরা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।	বেলকুচি উপজেলার ০৬টি ইউনিয়ন	২৭টি বিদ্যালয় ০৭টি মাদ্রাসার ১৫০০০ জন শিক্ষক/ শিক্ষার্থী	- শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব - মাল্টিমিডিয়ার অভাব - শিক্ষক/শিক্ষার্থীর ডিজিটাল ডিভাইজের স্বল্পতা -ইন্টারনেটের অধিক মূল্য -নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এর অভাব	উপবৃত্তি প্রকল্প	৫% অনুপস্থিতির হার অবশিষ্ট থাকবে	১. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া স্থাপন। ২. শিক্ষকগণের অনলাইন ক্লাস গ্রহনের প্রশিক্ষণ। ৩. নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ৪. প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট ব্যবস্থা। ৫. নিরাপদ পানীয় ও

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
							স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা ৬. উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ করা
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	স্থানীয় জনগন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে সহজে যাতায়াত করতে পারে না।	উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	১। বিভিন্ন ইউনিয়নের ১০০ কি মি রাস্তা (৩০ কিলোমিটার মেরামত এবং ৭০ কিলোমিটার নির্মাণ) ২। ২ কিলোমিটার গাইড ওয়াল ৩। ৫ টি ব্রিজ ৪। ১০ টি কালভার্ট ৫। ৫ ঘাটলা	- পর্যাপ্ত রাস্তা, ব্রিজ, ঘাটলা, গাইড ওয়াল এবং কালভার্ট এর অভাব। - অনেক রাস্তা নিম্নভূমি এলাকায় অবস্থিত, যা বৃষ্টির সময় বন্যার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয়। - কাঁচা রাস্তা	- আইআরআইডিপি-৩ প্রকল্প ১৫ কি মি রাস্তা নির্মাণ করবে (এইচবিবি, ব্রিক সোলিং) - আইআরআইডিপি-২ প্রকল্প ১২ কি মি রাস্তা নির্মাণ করবে (এইচবিবি, ব্রিক সোলিং) - জিওবিএম প্রকল্প ২০ কি মি রাস্তা নির্মাণ করবে। - এলজিএসপি'র আওতায় ২ কিলোমিটার রাস্ড়া নির্মাণ হবে। - এলজিএডি'র অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ টি ব্রিজ, ৫ টি কালভার্ট, ১ কিলোমিটার গাইড ওয়াল ও টি ৩ ঘাটলা নির্মান হবে।	৫০ কি মি রাস্তা, ২ টি ব্রিজ, ৫ টি কালভার্ট, ১ কিলোমিটার গাইড ওয়াল ও ২ টি ঘাটলা নির্মাণ অসমাপ্ত রয়ে যাবে।	উপজেলা পরিষদ আগামী ২০১৯-২৪ পাঁচ বছরে ৬০ কি মি রাস্তা, ৪ টি ব্রিজ, ৫ টি কালভার্ট, ১ কিলোমিটার গাইড ওয়াল ও ১০ টি ঘাটলা নির্মাণ করবে।
প্রাথমিক শিক্ষা	শিক্ষার গুনগতমান যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।	বেলকুচি উপজেলা	৮৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩২৫০০ জন শিক্ষার্থী।	- শিক্ষক/শিক্ষিকা গণের কম্পিউটার ও মালটিমিডিয়া পরিচালনার দক্ষতার অভাব।	বর্তমান কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেই।	১৫৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ সমস্যা বিদ্যমান থেকে যাবে	কর্মরত ৮২৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ৪০০ জন শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ
	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়েল উপস্থিতির হার দিন দিন কমে যাচ্ছে।	বেলকুচি উপজেলায় ৬টি ইউনিয় ও ১টি পৌরসভা	৮৪টি স্কুলের শিক্ষাথী	- করোনাকালীন দীর্ঘদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় - দরিদ্রতা - বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি	-উপবৃত্তি প্রকল্প হতে মাসে ১০০/-টাকা পেয়ে থাকে যা অতিনগন্য। -উপজেলা প্রশাসনের	অনুপস্থিতি ১৫% অবশিষ্ট থাকবে।	১.উপবৃত্তির হার বাড়াতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট অব্যাহত করতে হবে। ২. বসার জন্য পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
					মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম চলমান আছে।		,বেঞ্চ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা
	বিদুৎ সুবিধা না থাকার কারনে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। (শিক্ষার্থীরা অন্ধকারে দেখতে পায়না)	বলকুচি উপজেলায় নাকফাটা সপ্রাবি, নানাপুর,সপ্রাবি, বড়বেড়াখারুয়া সপ্রাবি, চরবেল সপ্রাবি, ছোটধুল সপ্রাবি, ও মেহের নগর সপ্রাবি।	৬টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।	বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই।	বর্তমানে এ ধরণের কোন প্রকল্প অত্র অফিসে নেই।	সমস্যা বিদ্যমান থেকে যাবে।	বিদ্যালয়গুলতে বিদ্যুৎ অথবা সোলার লাইটের ব্যবস্থ করতে হবে।
সমাজসেবা	প্রতিবনদ্ধী ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত হচ্ছে।	বেলকুচি উপজেলার ০৬টি ইউনিয়ন।	বিভিন্ন বয়সের মানুষ	১. বাল্য বিবাহ ২. দরিদ্রতা ৩. পুষ্টিহীনতা ৪. অসচেতনতা ৫. সঠিক সময়ে চিকিৎসার অভাব ৬. রাসায়নিক বর্জ্যের প্রভাব।	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত জরিপ কার্যক্রম ও প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।	প্রতিবন্ধীতার সংখ্যা ও তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪০০ (চারশত) টি হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে। ২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০০ (একশত) টি ডিজিটাল সাদা ছড়ি। ৩.শবন প্রতিবন্ধীদের জন্য ২০০ (দইশত) টি ডিজিটাল হেয়ারিং এইড মেশিন প্রদান করতে হবে। ৪. দুষ্ট ও মৃদু প্রতিবন্ধি ৫০০ জনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা
সমবায়	সমবায়ীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় সদস্যগন উপার্জনে সক্ষম হয় না।	বেলকুচি উপজেলা	উপজেলা সমবায় কার্যালয় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির উপযুক্ত ১ লক্ষ সদস্য।	১) প্রান্তীক পর্যায়ের বেকার জনগোষ্ঠি কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ছাড়াই একত্রিত হয়ে সম্মিলিত ভাবে সমবায়ের মাধ্যমে আয়/উপার্জনের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে। ২) সদস্যদের অভিজ্ঞতা না থাকায় সমিতি করলেও আয়	বর্তমানে বেলকুচি উপজেলায় সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে আয় বর্ধক মূলক কোন প্রকল্প চালু নেই। তবে খুব সীমিত সংখ্যক সদস্যকে কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও নওগাতে প্রেরণ পূর্বক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।	পদক্ষেপ গ্রহন করা নাহলে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। বেলকুচি উপজেলার বেকার জনগোষ্ঠির উপযুক্ত শ্রম শক্তি থাকা সত্তেও সময়োপযোগী	সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে নিম্ন লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ১) আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজ ১০০০ জন ২) গাভী ও ষাড় পালন-৪০০জন ৩) মোবাইল সার্ভিসিং৮০ জন

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
				উপার্জনের তেমন কোন পথ তৈরী করতে পারে না। ৩) সদস্যদের শ্রম শক্তি থাকা সত্তেও যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে নিজেকে বা সমিতিকে আর্থিক ভাবে লাভবান করতে পারে না।		প্রশিক্ষণের অভাবে জীবন জিবীকায় অনেক পিছিয়ে থাকবে।	৪) ব্লক ও বাটিক ১০০ জন ৫) টেইলারিং ১০০ জন ৬) ইলেকট্রিক্যাল ৫০ জন ৭) কম্পিউটার ৩০০ জন ৮) বিউটিফিকেশন ৫০ জন
জনস্বাস্থ্য	জনগনকে নিরাপদ স্যানিটেশন কভারেজ এর আওতায় আনা যাচ্ছে না।	বেলকুচি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন।	১,২২,৫০০ জন ভুক্তভোগী	১। দরিদ্রতা ২। স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব/অসচেতনতা ৩। বন্যা ৪। নদী ভাঙ্গন	এডিপি-র বরাদ্দকৃত তহবিল দ্বারা স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরী ও স্থাপন।	১,২২,৫০০ জন ভুক্তভোগই অবশিষ্ট থেকে যাবে।	১। স্যানিটেশন জরীপ পরিচালনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করণ ও ব্যবস্থা গ্রহন। ২। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার আওতা বাড়ানো ও শিক্ষা প্রদান। ৩। বন্যা ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন। ৪। দ্বারিদ্রতা দুরীকরনে জনগনকে নানা ধরনের কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানসহ আর্থিক সহযোগীতা করা। ৫.বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ওয়াশব্লক নির্মাণ

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
	জনগনকে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ এর আওতায় আনা যাচ্ছে না।	বেলকুচি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন	প্রায় ২,৫০,০০০জন ভুক্তভোগী	১) পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রনসহ বিভিন্ন ধাতব/খনিজ পদার্থের উপস্থিতি ২) গ্রাউন্ড ওয়াটার এর উপর নির্ভরশীলতা বেশী।	এডিপি-র বরাদ্দকৃত তহবিল দ্বারা আর্সেনিক ও আয়রন রিমোভাল প্লান্ট তৈরী/স্থাপন।	২,০০,০০০জন ভুক্তভোগী।	১) ১০০% পানির উৎসের পানির বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরীকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহন। ২) সারফেস ওয়াটার ব্যবহারের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করণ। ৩) স্বাস্থ্য শিক্ষার আওতা বাড়ানো ও শিক্ষা প্রদান।
যুব উন্নয়ন	বেকারত্বের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।	বেলকুচি উপজেলায় ০৬টি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা	প্রায় ৫০,০০০জন বেকার যুবা।	১। যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা। ২। কোভিড-১৯ কারনে বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে অনেক জনবল চাকুরীচূত হওয়া। ৩। দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকা। ৪। অত্র উপজেলাটি তাঁত সমৃদ্ধ এলাকা, কোভিড ১৯ কারনে তাঁতীদের ব্যবসার মন্দা হওয়ার কারনে তাঁত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের কর্মসংস্থান না থাকা ।	অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে যাহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।	দিনের পর দিন বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে।	বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক যুগপোযোগী ও মানসম্মত ভাতাসহ প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছি। যেমন- ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ, ব্লকবাটিক প্রশিক্ষণ ।
প্রানীসম্পদ	গো- খাদ্যের ও পোল্ট্রি খাবারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং তড়কা রোগের ফ্রি ভ্যাক্সিনেশনের অভাব।	বেলকুচি উপজেলায় ০৬টি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা।	২০১৯ সালের শেষ থেকে এ পর্যন্ত।	-করনা মহামারী -ডিলারদের সিন্ডিকেট -উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি।	- খামারিদের সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ - এনইটিপি'র আওতায় খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ, টীকা প্রদাণ ক্যাম্পেইন পরিচালনা, বন্ধ্যাত্ব	সমস্যা কিছটা হ্রাস পাবে।	-উপজেলা পরিষদ হতে তড়কা রোগের ফ্রি ভ্যাক্সিনেশন, কৃমিনাশক বিতরণ ও প্রশিক্ষনের জন্য বরাদ্ধ প্রয়োজন। -উপজেলা প্রশাসন হতে গো-খাদ্য ও পোল্ট্রি খাদ্যের

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
					দূরীকরণ ক্যাম্পেইন ও বিভিন্ন প্রদর্শনী করা।		দোকান তদারকি।
পল্লী উন্নয়ন	সদস্যদের সমবায়ী মনভাব দিনে দিনে কমে যাচ্ছে।	বেলকুচি উপজেলায় ০৬টি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা।	২৬৮ টি দল/ সমিতি ১৩৬০ জন সদস্য।	সমবায়ী মনভাব হ্রাস, দারিদ্রতা, বাল্যবিবাহ, সচেতনতার অভাব, সেবামূল্যের পরিমাণ বেশি, সঞ্চয় জমার হার বেশি।	-পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বনির্ভর সমৃদ্ধ পল্লীর উন্নয়ন। -বিভিন্ন কর্মসূচির (আবর্তক, সবাদিক, পল্লিপ্রগতি কর্মসূচি, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা) মাধ্যমে ঋণ প্রদান। -দরিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি। - অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)।	বেকার সমস্যা কিছুটা কমবে এবং আত্মকর্মসংস্থান বাড়বে।	আরও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা তৈরি এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।যেমন- ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ, ব্লকবাটিক প্রশিক্ষণ, তৈরী প্রশিক্ষণ, গরু ও ছাগল পালন প্রশিক্ষণ প্রদান । কৃষির উন্নয়নের জন্য ড্রেন নির্মাণ ।
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	অবসরত্তর ছুটিতে যাওয়ায় দিন দিন কর্মী সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে।	বেলকুচি উপজেলায় ০৬টি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা।	২৬ টি শুন্য পদ বিদ্যমান।	-বয়স জনিত কারনে পি আর এল এ গমন। -শুন্য পদের তুলনায় নিয়োগের সংখ্যা খুবই কম। -২৪/৭ ডেলিভেরি কেন্দ্রের উন্নয়ন ও মেরামত প্রয়োজন	কর্মী শুন্য এলাকায় পার্শ্ববর্তী ইউনিটে কমব্রত কর্মীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে বিভাগীয় অগ্রগতি চলমান রাখা হয়েছে।	সমস্যা বিদ্যমান থেকে যাবে।	১. কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ২. ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগঠিত মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক গুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা। ৩.স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রোজেক্টের ব্যবস্থা করা। ৪.নরমাল ডেলিভেরি কেন্দ্রের

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
							মেরামতসহ আধুনিকায়নের জন্য যন্ত্রপাতি সহ আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা ।
মৎস্য খাত	বন্যা প্রবণ এলাকার মৎস্য চাষিরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	বড়ধুল, বেলকুচি সদর, রাজাপুর, দৌলতপুর ইউনিয়ন ও পৌরসভা।	১৪০০ মৎস্যচাষি/ মৎস্যজীবী।	১। নিচু জমি, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এছাড়াও পুকুরের পাশে দুগ্ধ খামার নির্মানের কারনে মাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ড় হচ্ছে। ২। সচেতনতার অভাব, মা মাছের অবৈধ, মা মাছের অবৈধ বাণিজ্য বৃদ্ধি, যথাযথ পরিবিক্ষণের অভাব, জনবল ও তহবিলের অভাবে কারনে প্রজননকালিন সময়ে মা মাছের নিধন।	শুধুমাত্র রাজস্ব খাত থেকে আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর ২০,০০০/- টাকা বরাদ্ধ রাখা হয়, যার দ্বারা উপজেলার মৎস্য খাতের পরিবীক্ষণ করা অসম্ভব।	১৫০০ জন মৎস্যজীবীর জীবিকা ব্যহত হবে।	১। উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। ২। যারা পুকুরের পাশে খামার নির্মাণ করেছে এমন খামারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়াসহ ক্ষতিপূরণ ও জরুরী তহবিল প্রদান করার জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে প্রকল্প নিতে হবে।

৫ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২০২৪)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট নিরুপণ করা হয়েছে । এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) এর বরাদ্দ দাড়ায় ৪০০০০০০০ টাকা, ইউজিডিপি এর বরাদ্দ দাড়ায় ২,৫০,০০০০০ টাকা, স্থানীয় ভাবে আহরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত) এর বরাদ্দ দাড়ায় ৫০,০০০০০ টাকা । একই ভাবে বাজেটের অন্যান্য অর্থায়নের উৎস যেমন জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তর সমুহের বাজেট, পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি, জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এডিপি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত), উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প, এনজিও ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত ।

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (টাকা) (অর্থবছর ২০১৯-২০)	৫ বছরের বাজেট (বার্ষিক বরাদ্দ*৫)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৮০,০০০০০	৪০০০০০০০
২	বিশেষ কর্মসূচির (ইউজিডিপি) মঞ্জুরি	৫০,০০০০০	২,৫০,০০০০০
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	১০,০০০০০	৫০,০০০০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের বাজেট	৫,২৫,০০০০০	২৬,২৫,০০০০০
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	২০,০০০০০	১,০০০০০০০
৬	জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এডিপি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	২৫,০০০০০	১,২৫,০০০০০
৭	ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এলজিএসপি ৩)	১,৪৬,২৪৫২৭	৭,৩১,২২৬৩৫
৮	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	৯০,৩৬৫৯০	৪৫১৮২৯৫০
৯	এনজিও	৪০১০৫৬০	২০০৫২৮০০

সম্পদের চিত্রায়ণ

বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ণ)

বেলকুচি উপজেলায় এলজিইডি, কৃষি, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার পরিকল্পনা, মহিলা বিষয়ক, জনস্বাস্থ্য (ডিপিএইচই), বন, যুব উন্নয়ন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা দপ্তরের বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান আছে। এ সকল প্রকল্প উপজেলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা/ প্রকল্প				
এলজিইডি	জিওবিএম	• গ্রামীণ সড়ক ও কালভার্ট মেরামত প্রোগ্রাম। এটি একটি বার্ষিক প্রোগ্রাম। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী - বেলকুচি উপজেলার সব নাগরিক।	বেলকুচি উপজেলার সকল ইউনিয়ন এবং উপজেলার রাস্তা	এটি একটি বার্ষিক প্রকল্প।
	সিআইবি	• গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী- বেলকুচি উপজেলার সব নাগরিক।	বেলকুচি উপজেলার সকল ইউনিয়ন এবং উপজেলার রাস্তা	২০২৩ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।
	এফডিআর	• গ্রামীণ সড়ক (যা বন্যা ও দুর্যোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল) অবকাঠামো পুনর্বাসনের প্রকল্প। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী - বেলকুচি উপজেলার সব নাগরিক।	বেলকুচি উপজেলা	২০২৪ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।
	টিইউএলও	• ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারা দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী - বেলকুচি উপজেলার সব নাগরিক।	বেলকুচি উপজেলা	২০২৪ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।
	এনবিআইডিজিপিএস	• প্রয়োজন ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেলকুচি উপজেলা	২০২৪ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী - বেলকুচি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মী।		
	এনবিআইডিএনএনজিপিএস	• নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী- বেলকুচি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মী।	বেলকুচি উপজেলা	২০২৪ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।
	পিইডিপি-৪	• চতুর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী- বেলকুচি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মী।	বেলকুচি উপজেলা	চলমান।
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	অভীষ্ঠ গোষ্ঠী-বেলকুচি উপজেলার সকল কৃষক। উন্নত জাত ও সর্বশেষ উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংগঠিত কৃষক দলের সদস্যদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রদর্শনী ও ফলোআপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মাঠ দিবস ও প্রতিবেশি অনগ্রসর কৃষকদের মাঝে বীজ বিনিময় যা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।	বেলকুচি উপজেলা	২০১৫-১৬ অর্থ বছর হতে চলমান।
	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-২ (এনএটিপি-২)	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ও উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩০জন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিটি ইউনিয়নে ১০টি করে কৃষক দল সংঘটিত করা হয়েছে। যারা সমবায় অধিদপ্তর এর অধীন নিবন্ধিত হয়ে সঞ্চয়মূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করছে, এতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।	বেলকুচি উপজেলা	০১ অক্টোবর ২০১৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।
	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ	কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কাছে কৃষি আবহাওয়া, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পৌঁছে	বেলকুচি উপজেলা	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
	প্রকল্প।	দেয়ার জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রতিটি ইউনিয়নে অটোমেটিক রেইনগজ স্থাপন, আবহাওয়ার তথ্য সম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে কৃষকরা স্থানীয় কলা কৌশলের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলা করে ফসলহানি ও জীবন রক্ষায় কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।		
	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন ও প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে বীজ সরবরাহ করার লক্ষ্যে বীজ উদ্যোক্তা বা বীজ এস. এম. ই গড়ে তোলা, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতি পূরণ ও আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা। এস. এম. ই কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও বীজ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র বীজ শিল্প স্থাপন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র নারীদের আথ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	বেলকুচি উপজেলা	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত।
	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প।	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন ও প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে বীজ সরবরাহ করার লক্ষ্যে বীজ উদ্যোক্তা বা বীজ এস. এম. ই গড়ে তোলা, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতি পূরণ ও আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা। এস. এম. ই কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও বীজ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র বীজ শিল্প স্থাপন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র নারীদের আথ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	বেলকুচি উপজেলা	০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।
	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ও উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ আথ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	বেলকুচি উপজেলা	জানুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প।	কৃষি খাতে দিন দিন শ্রমিক স্বল্পতা লাঘবে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ৫০% ভর্তুকিতে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ।	বেলকুচি উপজেলা	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।
	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	তেলজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্যতেলের চাহিদাপূরণ ও আমদানি ব্যয় হ্রাস করা। প্রচলিত শস্য বিন্যাসে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রমাণিত স্বল্পমেয়াদী তেল ফসলের আধুনিক জাত অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান তেল ফসলের (সরিষা, তিল, সূর্যমুখি, চীনাবাদাম, সয়াবিন) আবাদী এলাকা ৭.২৪ লক্ষ হেক্টর (ডিএই: ২০১৭-১৮) থেকে ১৫-২০% বৃদ্ধি করা।	বেলকুচি উপজেলা	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।
	পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প।	নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা , প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকের কারিগরি দক্ষতা এবং নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করে কৃষক , শ্রমিক ও ভোক্তার শারীরিক-মানষিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা , খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমানিত আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা , প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে মহিলাদের সম্প্রক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ ও গুনগত মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদনে সচেতনতা বৃদ্দি এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা , সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরা।	বেলকুচি উপজেলা	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।
	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প।	উপকারভোগী কৃষকগণ অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।	বেলকুচি উপজেলা	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।
	কৃষি প্রণোদনা/পুনর্বাসন।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অগ্রধার দিয়ে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ যা আথ-	বেলকুচি উপজেলা	প্রতি বছর।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।		
প্রাথমীক শিক্ষা	পাঠদানের মান বৃদ্ধি করা।	শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষনগহণের মাধ্যমে পাঠের মান বৃদ্ধি করে।	বেলকুচি উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের বরাদ্দ জানা নেই।
	ক্ষুদ্র মেরামত।	৬০টি বিদ্যালয় ক্ষুদ্রমেরামতের মাধ্যমে বিদ্যালয় আর্কষনীয় করা।	বেলকুচি উপজেলা	২০২১-২০২৩ অর্থ বৎসরের বরাদ্দ জানা নেই।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	উপবৃত্তি	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র মেধা শিক্ষাথী।	বেলকুচি উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বছর টাকার পরিমান প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত হারে।
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	প্রাপ্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	বেলকুচি উপজেলার কামার, কুমার, নাপিত, জুতা প্রস্ড় তকারী, বাঁশ বেত পণ্যতৈরী, নকশী কাথা প্রস্ড়তকারী, শীতলপাটি ও শতরঞ্জির সাথে জড়িত জনগোষ্ঠী।	বেলকুচি উপজেলা	২০২১-২২ অর্থবছরে সম্ভাব্য অর্থের পরিমান ৮,০০,০০০ (তিন লক্ষ টাকা মাত্র)।
উপজেলা সমবায় কার্যালয়	সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে আয় বর্ধক মূলক প্রকল্প।	সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে আয় বর্ধক মূলক প্রকল্প সমবায়ীদের সমবায়ীদের আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উপকরণ প্রদান অভীষ্ঠ গোষ্ঠী-বেলকুচি উপজেলার সমবায়ী।	বেলকুচি উপজেলা	মেয়াদ-৫ বছর ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্ভাব্য অর্থের পরিমান ৫,০০,০০০ (৫ লক্ষ টাকা মাত্র)।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ।	বেলকুচি উপজেলার অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ এর আওতায় নিয়ে আসা।	বেলকুচি উপজেলা	প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ৫ বছর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দের পরিমান ঃ ৭,৫০,০০০/- (আনুমানিক)।
	বিভিন্ন ইউনিয়নে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ ও স্থাপন।	বেলকুচি উপজেলার অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্যানিটেশন কভারেজ এর আওতায় নিয়ে আসা।	বেলকুচি উপজেলা	প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ৫ বছর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দের পরিমান ঃ ৩,০০,০০০/-
প্রানীসম্পদ	জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রোগ্রাম-২ (এনএটিপি-	খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ, টীকা প্রদাণ ক্যাম্পেইন পরিচালনা, বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ	বেলকুচি উপজেলা	প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ৫ বছর

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
	২)	ক্যাম্পেইন ও বিভিন্ন প্রদর্শনী করা। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীঃ বেলকুচি উপজেলার প্রানীসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত সকল খামারি।		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দের পরিমান ঃ ৬২৯৫৪০/-
মৎস্য	জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রোগ্রাম-২ (এনএটিপি-২)	প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন প্রদর্শনী করা। অভীষ্ঠ গোষ্ঠী: বেলকুচি উপজেলার সকল মৎস্যজীবী এবং এই খাতের সংশ্লিষ্ট সবাই।	বেলকুচি উপজেলা	৫ বছরের প্রকল্পঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমানঃ ১২,০০,০০০/- টাকা।
	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	প্যাকেজ ভিত্তিক প্রদর্শনি স্থাপন ও সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান। অভীষ্ঠ গোষ্ঠী: বেলকুচি উপজেলার সকল মৎস্যজীবী এবং এই খাতের সংশ্লিষ্ট সবাই।	বেলকুচি উপজেলা	৫ বছরের প্রকল্পঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমানঃ ১০,৫০,০০০/- টাকা
	রাজশাহী বিভাগে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। উন্নত প্রযুক্তির বা প্রযুক্তি সহায়ক প্রদর্শনির স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	উন্নত প্রযুক্তির বা প্রযুক্তি সহায়ক প্রদর্শনির স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। অভীষ্ঠ গোষ্ঠী: বেলকুচি উপজেলার সকল মৎস্যজীবী এবং এই খাতের সংশ্লিষ্ট সবাই।	বেলকুচি উপজেলা	৫ বছরের প্রকল্পঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমানঃ ৭,৫০,০০০/- টাকা।
	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বিকল্প কর্মসংস্থান।	আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বিকল্প কর্মসংস্থান। অভীষ্ঠ গোষ্ঠী: বেলকুচি উপজেলার সকল মৎস্যজীবী এবং এই খাতের সংশ্লিষ্ট সবাই।	বেলকুচি উপজেলা	৫ বছরের প্রকল্পঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমানঃ ৩০,০০,০০০/- টাকা।
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা	১। উপ সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল	মা সমাবেশ, কিশোর কিশোরীর সেবা, স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে কিশোর কিশোরীদের নিয়ে	বেলকুচি উপজেলার ইউনিয়ন ও	প্রকল্পের মেয়াদঃ ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
কার্যালয়	অফিসার্ ২। পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শ। ৩। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা। ৪। পরিবার কল্যাণ সহকারী।	সমাবেশ।	স্কুলসমূহ।	
পল্লী উন্নয়ন	বিভিন্ন কর্মসূচির (আবর্তক, সবাদিক, পল্লিপ্রগতি কর্মসূচি, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা) মাধ্যমে ঋণ প্রদান।	পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য আবর্তক, সবাদিক, পল্লিপ্রগতি কর্মসূচি, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ঋণ কার্যক্রম। ২০০৪ সালে শুরু হয়ে অদ্যবদি চলোমান আছে।	বেলকুচি উপজেলা	২০০৪ সালে শুরু হয়ে অদ্যবদি চলোমান আছে।
	দরিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	এ কর্মসূচির আওতায় অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারি, প্রান্তিক চাষি ও বর্গা চাষিগন	বেলকুচি উপজেলা	২০১৯-২০ অর্থবছরে এ ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়, ৫ বছর মেয়াদের প্রকল্প
	অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)	গ্রামীন ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়নমূলক ভিডিসি স্কিম বাস্তবায়ন ও মাঠের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	বেলকুচি উপজেলার ২ টি ইউনিয়ন।	চলমান।
NGO ও CSO এর প্রকল্প				
মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)				
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ' এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত রি-কল ২০২১ প্রকল্প।	লক্ষ্য: ২০২১ সালের মধ্যে চরাঞ্চলের লক্ষিত নারী, পুরুষ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্টান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জলবায়ু পরির্বনের নেতিবাচক প্রভাব বা অন্যান্য চাপ মোকাবেলায় অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করবে।	বেলকুচি উপজেলা	সেপ্টেমার ২০১৭ হতেজুন ২০২২ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট ৬,৮৯৫,৬২৬/-

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম-সুক				
প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণকর্মসুচী	প্রশিক্ষণে মানুষের কর্মমূখী দক্ষতা সৃষ্টি হয়। সুক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন ও ঋনের সদ্যবহারে বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারী প্রশিক্ষণ-যেমনঃ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, সবজি চাষ।	বেলকুচি উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট ৪,৬০,৫৫০/- টাকা
স্বাস্থসেবা	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থসেবা উন্নয়ন প্রকল্পঃ	এলাকার দরিদ্র নারী,শিশু ও প্রতিবন্ধীদেও সধারন রোগের ঔষধ এবং শিশু ও মহিলাদেও পুষ্টি এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রন সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দানের উদ্দেশ্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে চক্ষু সেবা ও হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়।	বেলকুচি উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট ৩,২৮,৮০০/-
দুর্যোগব্যবস্থাপনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	বন্যা পরিস্থিত পর্যবেক্ষণ প্রশিক্ষণ (স্টাফ, স্বেচ্ছাসেবক, ইউপি) দুর্যোগ মহড়া দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন শীতবস্ত্র বিতরণ ও ত্রান বিতরণ।	বেলকুচি উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট ২,৭০,০০০/-
আশা				
স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য সহায়তা কর্মসূচী	আশার সদস্য। কর্মসূচীর লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে হলো গরীব, সহায় সসম্বলহীন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী আশার সদস্যদের মধ্যে জটিল ও দুরারোগ্য ব্যধির চিকিৎসা ব্যয় হন করা মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যখাত টেকসই করনে সহায়তা করা।	বেলকুচি উপজেলা	১ বছর (অর্থবছর) ২০২১-২০২২ মোট বরাদ্দ ৩৯৭০০০ (তিন লক্ষ্য সতানব্বই হাজার) টাকা

রূপকল্প বিবরণী এবং খাত ভিত্তিক লক্ষ্য

রূপকল্প বিবরণী:

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক গণমুখী শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বেলকুচি উপজেলার জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন।

আদর্শ অবস্থা:

১। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

২। মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৩। গণমুখী শিক্ষার বিস্তৃতি।

৪। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি।

৫। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার।

৬। সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রম।

খাত ভিত্তিক লক্ষ্য:

১। ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন।

২। কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

৩। শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি।

৪। স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন।

৫। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৬। বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভীষ্টঃ

উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) এর জন্য ৬ টি লক্ষ্য প্রাথমিক ভাবে নির্ধারণ করে যথা: যোগাযোগ এবং ভৌত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রম । এই এই খাত গুলোর লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মোট ১৬ টি হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তরই উপকৃত হবে।

লক্ষ্য ১ (যোগাযোগ এবং ভৌত) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ রাস্তা নির্মাণ, গাইড ওয়াল নির্মাণ, ভবন মেরামত, মাছের সেড মেরামত, গাইড ওয়াল, টয়লেট নির্মাণ ও সোলার লাইট স্থাপন করবে।

লক্ষ্য ২ (মানব সম্পদ উন্নয়ন) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ সেলাই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত যুবমহিলাদের আত্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরার লক্ষ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ যেমনঃ সেলাই প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং, মাছ চাষ, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক হাউস ওয়ারিং ও তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আত্ব-কর্মসংস্থামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবমহিলা এবং যুবকদের দক্ষতা এবং আত্ব- কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে কাজ করবে।

লক্ষ্য ৩ (শিক্ষা) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কক্ষে আসবাবপত্র ও শিক্ষার্থিদের পোষাক বিতরণ এবং স্কুলের নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন করবে।

লক্ষ্য ৪ (স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থার নিশ্চিতকল্পে নলকূপ বিতরণ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য ছাত্রিদের মাঝে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ করবে।

লক্ষ্য ৫ (কৃষি) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, জৈব বালাইনাশক বিতরণ করবে এবং রাস্তার পার্শ্বে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

লক্ষ্য ৬ (সামাজিক সচেতনতা) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বাল্য বিবাহ রোধকল্পে বেলকুচি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সেমিনার ও লিফলেট বিতরণ করবে।

ক্রঃ নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লড়্যা সমূহ	খাত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
১	ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন।	যোগাযোগ এবং ভৌত অবকাঠামো	১। স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (হাট বাজার, জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল) সহজে প্রবেশের লক্ষ্যে রাস্তা এবং রাস্তা সংশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও রাস্তা নির্মানঃ ক) ১০০০ মিঃ রাস্তা আর সি সি করণ করা হবে। ২। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনঃ	১। যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কাজ গুলো সম্পন্ন করা হবেঃ ক) ১০০০ মিঃ রাস্তা আর সি সি করণ। ২। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনঃ ক) রাস্তার সুরক্ষার লক্ষ্যে ৩৫০ মিঃ গাইড ওয়াল নির্মাণ।

ক্রঃ নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লড়্যা সমূহ	খাত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
			ক) রাস্তার সুরক্ষার লক্ষ্যে ৩৫০ মিঃ গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হবে। খ) গ্রামীণ রাস্তায় জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার্থে ৪০০ সোলার লাইট স্থাপন করা হবে। গ) ৪০ টি শ্রেনী কক্ষ মেরামত করা হবে। ঘ) ৬ টি বাজার সেট মেরামত করা হবে। ঙ) ১০ টি টয়লেট নির্মাণ করা হবে।	খ) গ্রামীণ রাস্তায় জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার্থে ৪০০ সালার লাইট স্থাপন। গ) ৪০ টি শ্রেনী কক্ষ মেরামত। ঘ) ৬ টি বাজার সেট মেরামত। ঙ) ১০ টি টয়লেট নির্মাণ। উপরিউক্ত কাজ গুলো সম্পন্ন হলে উপজেলার ৩,৫০,০০০ মানুষ উপকৃত হবে।
২	কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।	মানব সম্পদ উন্নয়ন	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরন : ক) সেলাই প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের আত্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৫০০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হবে। খ) ২০০ জনকে মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। গ) ১৫০ জনকে ইলেকট্রিক হাউস ওয়ারিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ঘ) ২৫০ জনকে তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ঙ) ৫০০ জনকে মাছ চাষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। চ) ৩০০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	ক) সেলাই প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের আত্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৫০০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ। খ) ২০০ জনকে মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ প্রদান । গ) ১৫০ জনকে ইলেকট্রিক হাউস ওয়ারিং প্রশিক্ষণ প্রদান। ঘ) ২৫০ জনকে তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান। ঙ) ৫০০ জনকে মাছ চাষ প্রশিক্ষণ প্রদান। চ) ৩০০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ২৫০০ জন বেকার যুবক/যুবতি এবং তাদের পরিবার উপকৃত হবে।
৩	শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি।	শিক্ষা	শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে ক) ১২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সরঞ্জাম বিতরণ করা হবে। খ) ৩০০ জন স্কাউটদের পোষাক বিতরণ করা হবে। গ) স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ২০০ সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।	ক) ১২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সরঞ্জাম বিতরণ। খ) ৩০০ জন স্কাউটদের পোষাক বিতরণ করা হবে। গ) স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ২০০ সিসি ক্যামেরা স্থাপন। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ২,০০০ শিক্ষার্থী।
৪	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন।	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে- ক) ১০০০ টি নলকূপ নলকূপ স্থাপন করা হবে। খ) ১৫টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হবে।	ক) ১০০০ টি নলকূপ নলকূপ স্থাপন। খ) ১৫টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন। গ) স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য ছাত্রিদের মাঝে ১৫০০০ পিচ

ক্রঃ নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লড়্যা সমূহ	খাত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
			গ) স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য ছাত্রিদের মাঝে ১৫০০০ পিচ স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ করা হবে।	স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ। সুফলভোগীর সংখ্যাঃ ২০,০০০ স্থানীয় জনগণ।
৫	উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন।	কৃষি	প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে- ক) ৩০০ টি স্প্রে-মেশিন বিতরণ করা হবে। খ) ১০০০০ জন কৃষককে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা হবে। গ) ১০০০ জন কৃষককে জৈব বালাইনাশক বিতরণ করা হবে। ঘ) রাস্তার পার্শ্বে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় ৫০০০ টি বৃক্ষ রোপণ করা হবে।	ক) ৩০০ টি স্প্রে-মেশিন বিতরণ। খ) ১০০০০ জন কৃষককে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ। গ) ১০০০ জন কৃষককে জৈব বালাইনাশক বিতরণ। ঘ) রাস্তার পার্শ্বে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় ৫০০০ টি বৃক্ষ রোপণ। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ৩০,০০০ জনগণ।
৬	বাল্য বিবাহ রোধকল্পে বেলকুচি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সেমিনার ও লিফলেট বিতরণ করবে।	সামাজিক সচেতনতা	বাল্য বিবাহ রোধকল্পে বেলকুচি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ২০০ টি সেমিনার ও ৫০০০০০ লিফলেট বিতরণ করবে।	২০০ টি সেমিনার ও ৫০০০০০ লিফলেট বিতরণ সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ৫০০০০ কিশোর-কিশোরী/ জনগণ।

১০. পরিকল্পনা ফরম্যাট

বেরকুচি উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় সকল অংশীজনের থেকে কমসূচী/ পকল্প প্রস্তাবনা আহবান করে। সকল ইউনিয়ন এবং বিভিন দপ্তর হতে কমসূচী/ পকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণের পরে উপজেলা পরিষদের পকল্প বাছাই কমিটি (অথ, বাজেট, পরিকল্পনাওস্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপিএর সহায়তায়) এডিপি এর কমসূচী/ পকল্প প্রস্তবনা দেয়ার নিদেশনা অনুযায়ী কমসূচি/ পকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে। এই সকল কমসূচি/প্রকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা হয় স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। পঞ্চবার্ষিক উনয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অজনেরজন্য ২৭টি কমসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে যোগাযোগ ও ভৌতঅবকাঠামোতে ১২টি, শিক্ষাতে ৪টি, স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যতে ৪টি, কৃষিতে ৫টি, এবংমানবসম্পদ উনয়নে ২টিকমসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ফরম্যাট (পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)

অর্থ বছর: ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইঃ ট্যাঃ	কর্মসূচি কার্যক্রমের/ শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী /পুরুষ), শিশু, প্রতিবন্ধি(	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	তহবিলের উৎস	কর্মসূচি প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
১	রাস্তা সিসিকরণ	উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ২২.৫ কি: মি: রাস্তা সিসি করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২২.৫ কি: মি:	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০০	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
২	রাস্তা এইচবিবি	উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ১২.৫	১২.৫ কি: মি:	৬ টি	যোগাযোগ	৬ টি						উপজেলা	১৫০	এডিপি	৬ টি

	করণ	কি: মি: রাস্তা এইচবিবি করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।		ইউনিয়নের সকল জনগণ		ইউনিয়ন						পরিষদ			ইউনিয়ন
৩	ঘাটলা/ ঘাট নির্মাণ	উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৬০টি ঘাটলা মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ পানি ব্যবহারের সুবিধাসহ দিঘি/পুকুর/নদীর ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে।	৬০টি	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৯০	এডিপি/ ইউজিডিপ	৬ টি ইউনিয়ন
৪	ব্রিক সলিং	উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ২.৫ কি: মি: রাস্তা ব্রীক সলিং করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২.৫ কি: মি:	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
৫	কালভার্ট নির্মাণ	উপজেলার টি ইউনিয়নের ২০০ টি কালভার্ট নির্মানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২০০ টি	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০০	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
৬	গাইড ওয়াল নির্মাণ	উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ২০ কি: মি: গাইড ওয়াল নির্মানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২০ কি: মি:	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১১০	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
৭	ভবণ মেরামত	উপজেলার বিভিন্ন স্কুল/কলেজ/মাদ্রসা/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৬ টি ভবন মেরামত।	৬টি	৬ টি ইউনিয়নের ১,২০,০০০ জন	ভৌত অবকাঠামো	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৩০	এডিপি/ ইউজিডিপ	৬ টি ইউনিয়ন
৮	গ্রীল এবং গেট নির্মাণ	উপজেলার বিভিন্ন স্কুল/কলেজ/মাদ্রসা/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৮ টি গ্রীল নির্মাণ, গেট নির্মাণ- ২০ টি	গ্রীল নির্মাণ ৮ টি গেট নির্মাণ- ২০ টি	৬ টি ইউনিয়নেরসকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১৬	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
৯	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৪টি (৪কি:মি:) সীমানা প্রাচীর নির্মান।	১৪টি (৪ কি: মি:)	৬ টি ইউনিয়নেরসকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৩২	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন

১০	গোল চত্বর	উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০টি গোলচত্বর নির্মান।	১০টি	১০ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২০	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
১১	ড্রেন নির্মাণ	উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে বিভিন্ন বাজার/রাস্তা সংলগ্ন ১০টি (২ কি: মি:) ড্রেন নির্মাণ।	৬টি	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২০	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
১২	বাইসাইকেল বিতরণ	গ্রামীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধার্থে গ্রাম পুলিশ ও আনসার সদস্যদের মাঝে ২০০টি বাইসাইকেল বিতরণ।	২০০ টি	৬ টি ইউনিয়নের ২০০ জন	যাতায়াত	৬টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২২	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৩	প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন ট্রেডে ৩০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবক এবং যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।	৩০ টি	৬ টি ইউনিয়নের ১২০০ জন	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৬টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৩০	এডিপি/ ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
১৪	সেলাই মেশিন বিতরণ	যুবক এবং যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৬০০টি সেলাই মেশিন বিতরণ।	৬০০ টি	৬ টি ইউনিয়নের ৬০০ জন	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৬টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৪	এডিপি	৬ টি ইউনিয়ন
১৫	শ্রেণি কক্ষে আসবাবপত্র, শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ ও শ্রেণি মেরামত ও নির্মাণ	২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় আসবাবপত্র এবং শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ ও শ্রেণি কক্ষ মেরামত এবং নতুন শ্রেণি কক্ষ নির্মান।	২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬ টি ইউনিয়নের ১৬০০০ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	৬টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	২৫	এডিপি/ ইউজিডিপ	৬ টি ইউনিয়ন
১৬	ক্যাম্পেইন	শিক্ষার মানোন্নয়ন বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, মাদক, বাল্য বিয়ে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন ইভটিজিং প্রতিরোধে ৬টি ক্যাম্পেইন।	০৬টি ক্যাম্পেউন	সমগ্র উপজেলার ৬০০০০ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	৬টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১১.৪	ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
১৭	আন্তঃ স্কুল কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫টি আন্তঃ স্কুল/ মাদ্রাসা বির্তক ও কুইজ প্রতিযোগিতা।	০৫টি কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা	সমগ্র উপজেলার ৬০০০০ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল স্কুল/ মাদ্রাসা						উপজেলা পরিষদ	১০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

১৮	শিক্ষাখাতের প্রশিক্ষণ	শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধি, স্কাউটদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ১২টি প্রশিক্ষন।	১২ টি	সমগ্র উপজেলার ৬০,৭৮০ জন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক	শিক্ষা	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান						উপজেলা পরিষদ	২৪	এডিপি/ ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
১৯	নিরাপদ স্যানিটেশন	নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিতকল্পে ১৫ টি ইউরেনালসহল্যাট্রিন এবং ১০ ওয়াশব্লক নির্মাণ।	৩০ টি ইউরেনাল সহল্যাট্রিন এবং ২০ ওয়াশব্লক	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	জনস্বাস্থ্য	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৮০	এডিপি/ ইউজিডিপ	৬ টি ইউনিয়ন
২০	বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থার নলকূপ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন	বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থার নিশ্চিত কল্পে ৩০০ টি নলকূপ প্রদান, ১০ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও ২০ টি সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন।	৩০০ টি নলকূপ, ১০ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ২০টি সাবমারসিবল পাম্প।	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	জনস্বাস্থ্য	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৯০	এডিপি/ ইউজিডিপ	৬ টি ইউনিয়ন
২১	হুইল চেয়ার সরবরাহ	বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের মাঝে ৫০ টি হুইল চেয়ার সরবরাহ	৫০ টি হুইল চেয়ার	৬ টি ইউনিয়নের ৫০ জন	স্বাস্থ্য	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৮	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২২	স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ	স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক, স্বাস্থ্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ৬ টি প্রশিক্ষণ প্রদান	৬টি প্রশিক্ষণ	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	স্বাস্থ্য	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১২	ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
২৩	পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ	কৃষি জমি হতে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ২ কিঃমিঃ (১৫ টি) পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ	২ কিঃমিঃ (১৫ টি)	১৪ টি ইউনিয়নের ৫০,০০০ জন কৃষক	কৃষি	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৯৭	এডিপি/ ইউজিডিপ	৬ টি ইউনিয়ন
২৪	অভয়াশ্রম এবং বিল নার্সারি স্থাপন	মৎস্য সম্পদ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন; ৮ টি অভয়াশ্রম স্থাপন এবং	৮টি অভয়াশ্রম	৬ টি ইউনিয়নের২০	কৃষি	৬ টি ইউনিয়ন						উপজেলা	৬.৭	এডিপি/ ইউজিডি	উপজেলা

		৫ টি বিল নার্সারি স্থাপন	এবং ৫ টি বিল নার্সারি	০০ জন মৎস্য চাষি							পরিষদ		প	পরিষদ
২৫	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাক্সিনেশন	১,০০,০০০ গবাদি পশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের ভ্যাক্সিনেশন নিশ্চিতকরণ	১,০০,০০০ ভ্যাক্সিনেশন	৬ টি ইউনিয়নের ১৫,০০০ জন খামারি	কৃষি	৬ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	৬	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২৭	বাজার সেড নির্মাণ	বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়নকে মাথায় রেখে ৫ টি বাজার সেড নির্মাণ	৫ টি বাজার সেড	৫ টি ইউনিয়নের ৫০,০০০ জন ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা	কৃষি	৫ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি/ ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করা হয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ উন্নয়ন কর্মকা- পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার, এবং সেগুলোর ফলাফল পরিবীক্ষন ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্ত্মবায়ন তদারকি এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার দায়িত্বপ্রাপ্ত। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত্ম সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প-বাস্ত্মবায়ন সংক্রান্ত্ম তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন। পরিবীক্ষণ হচ্ছে পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত্ম তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশেস্নষণ যা পরিমাপযোগ্য সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত/কাঙ্খিত ফলাফলের অসামঞ্জস্যতা নিরূপণ করে থাকে।

টিজিপি'র সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলোর সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্ত্মুত করা হয় ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করা হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার এবং অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে এবং ডিডিএলজি অফিসে পেশ করতে হবে। ডিডিএলজি ডিএলজি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে রিপোর্ট করবেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে এবং প্রয়োজনে এই মল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিকল্পনা সংশোধনও করা যেতে পারে।

পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথাও ভাবতে পারে।

- বাস্ত্মবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;
- অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
- স্থানীয় জনগনের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
- জরম্নরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য; এবং
- বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা ।

উপজেলা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছালে একই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এবং পরিকল্পনা প্রস্ত্মুতির একই রকম প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে; প্রস্ত্মাবিত সংশোধনগুলো বিবেচনায় আনতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা হয় তবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেট তদানুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে, একটি চূড়ান্ত্ম পরিবীক্ষণ / পর্যালোচনা করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে।

চূড়ান্ত্ম পরিবীক্ষণ / পর্যালোচনা তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যাতে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলো পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গিয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়। যদি না হয়, তাহলে কোন বিষয়গুলো দায়ী? এই পরিকল্পনার ফলে কি শিখেছি (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলো কাজ করছে আর কোনগুলো করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্ত্মবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলো উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।